নারীর মানসিকতা বনাম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি

● কামরুন নাহার তানিয়া

নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারী তার অধিকার নিয়ে দিন দিন সচেতন হচ্ছে, বাড়ছে ঘরে ও বাইরে নারীর ক্ষমতায়ন। আবার একই সঙ্গে প্রাচীন পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবও রয়ে গেছে এ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নারীর সচেতনতা ও পুরুষতান্ত্রিকতা সব একসঙ্গে মিলেমিশে আমরা যেন জগাখিচুড়ি মার্কা একটি কালসন্ধিক্ষণে অবস্থান করছি। এ অবস্থায় ঘরে, বাইরে, কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের অস্বাস্থ্যকর দ্বন্দ্ব, বৈরিতা, বিদ্বেষ। যেন নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতিপক্ষ, একে অপরের জনম জনমের শত্রু! অথচ শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হওয়ার কথা ছিল উল্টো। এ সমাজে নারী ও পুরুষ পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব, সুস্থ, সুন্দর, বন্ধুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক কতখানি অর্জিত হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তরই খোঁজার চেষ্টা করব আমরা।

নারীর সাফল্যকে অনেক পুরুষই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তারা নিজেদের অবস্থান নিয়ে একটি মানসিক অনিশ্চয়তায় ভোগে। পুরুষ ভাবে, নারী বুঝি তার জায়গা দখল করে ফেলছে

নারী এখন আগের চেয়েও আরো বেশি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে। নারীকে নানারকম বাধাবিঘ্ন পার হয়ে, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করে, তার বিরুদ্ধে সহিংসতাকে জয় করে পুরুষের পাশাপাশি চলতে হচ্ছে কঠিন পথে। এ পথে চলতে গিয়ে পুরুষের সহযোগিতা যেমন সে পাচ্ছে, তেমনি আবার পুরুষই হয়ে পড়ছে তার চলার পথের বড় বাধা। এ প্রসঙ্গেই কথা হলো কয়েকজনের সঙ্গে।

Ministry Of Housing & Public Works-এ কর্মরত স্থপতি লামিয়া তাইফুর জানালেন তার অভিমত। তিনি মনে করেন, এখন অনেক পুরুষ নারীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। তবুও তাদের সংখ্যা অনেক কম। লামিয়া তার অভিজ্ঞতা থেকে মনে করেন, কর্মক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের সহযোগিতা করেন তো না-ই, বরং তাদের মধ্যে নারীদের সাফল্য ও যোগ্যতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা দেখা যায়। তাদের এমন মনোভাবের কারণে নারীদের মধ্যেও পুরুষদের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে।

বায়োকেমিস্ট কানিজ ফাতেমা ছন্দার কাছে জানা গেল নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা। তার মতে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে। তাই পুরুষদের মধ্যে যেমন বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতারও দেখা মেলে। প্রসঙ্গত ছন্দা বেশ কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ দিলেন, 'যেমন, বাসে মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকলেও গুটিকয় ছেলে ছাড়া তাদের বসতে দেয়ার আগ্রহ কেউ দেখায় না। বাসায় ছেলেরা সহযোগিতা করলেও একটা সার্টেইন পয়েন্ট পর্যন্ত, চাকরি করে একটা মেয়েকেই অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। আর কম্প্রোমাইজ? সেটাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরাই করে। আবার রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্ত স্ত্রীদের জন্য স্বামীদের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব দেখেছি অনেক সময়ই।'

বুয়েটের শিক্ষার্থী আদিবা অনন্তীর মতে, 'আগের প্রজন্মে নারীর প্রতি পুরুষ কিছুটা বিদ্বেষপূর্ণ ছিল। এখন দিনে দিনে সে অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে বা সংসারে নারীর প্রতি পুরুষের সহযোগিতামূলক আচরণ দেখা যায়। কিন্তু সে সংখ্যাটিও ঘটা করে বলার মতো এমন কিছু নয়।' পেশায় ব্যবসায়ী আহমাদ রনি বলেন, 'পুরো পৃথিবী জেনারেলাইজেশনের শিকার। মেয়েরা ছেলেদের গণহারে দোষ দেয় আর ছেলেরা মেয়েদের। নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি কোনোকালেই নমনীয় ছিল না। কিছু ক্ষেত্রে বিদ্বেষও রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, এরোগেন্স এটিটুড, ধর্ম, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এসব হচ্ছে এই মনোভাবের কারণ। পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গি এখন নমনীয় নয় আবার বিদ্বেষভাবাপন্নও নয়। তবে নারীরা বর্তমানে পুরুষদের ডোমিনেট করতে পছন্দ করেন।'

যতই দিন যাচ্ছে নারীদের জীবন কি ততই চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে– এ প্রশ্নের জবাবে পেশায় শিক্ষক স্বরূপ কুমার ভক্ত বলেন, 'পুরুষদের জীবন তো শুরু থেকেই চ্যালেঞ্জিং। সে তুলনায় নারীদের জীবনে যদি চ্যালেঞ্জের কথা বলেন, তাহলে বলতে হয়, সমাজের সব ভ্রুকুটি, কটাক্ষ, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বাধা পার হয়ে মাথা উঁচু করে সামনে এগিয়ে যাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ।'

নারীর জীবনে চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে বললেন আদিবা অনন্তী। তিনি বলেন, 'নারীকে কর্মক্ষেত্রে তার পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে হচ্ছে, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। আগে নারীরা ঘরেই থাকত, নানাভাবে অত্যাচারিত হতো, যৌন হয়রানির শিকার হলেও মুখ বুজে থাকত। এখন নারীরা এসবের প্রতিবাদ করছে, এটাও একটা চ্যালেঞ্জ। নারীকে একই সঙ্গে তার কর্মক্ষেত্র ও সংসার সমানভাবে ম্যানেজ করে চলতে হয়। এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও নারীরা এখন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। মোবাইল, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগের সাইট ব্যবহার করতে গিয়ে নারী আরো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। নিজেকে সাইবার ক্রাইম, ব্ল্যাকমেইলিং বা গুজবের ফাঁদ থেকে দূরে রাখতে গিয়ে নারীকে চ্যালেঞ্জিং হতে হচ্ছে। আর সব কিছু বাদ দিলেও নারীকে প্রতিনিয়ত যে সামাজিক কটাক্ষ সহ্য করে চলতে হয়, এটাও বড় একটি চ্যালেঞ্জ।'

প্রায় একই কথা কানিজ ফাতেমা ছন্দারও। ছন্দার মতে, 'একটা মেয়েকে এখন জন্মের পর থেকেই অনেক কিছুর সঙ্গে ফাইট করতে হয়... ইভটিজিং, চাইল্ড অ্যাবিউজ ইত্যাদি। মিডিয়ার সুবাদে এখন যুক্ত হয়েছে নারীকে পণ্য হিসেবে তুলে ধরা। মিডিয়া ও করপোরেট জগতে মেয়েরা আজকাল সহজেই সেক্সুয়ালি অবজেক্টিফায়েড হচ্ছে। এছাড়াও সঙ্গে হেলথ ইস্যু– পিরিয়ড, ব্রেস্ট ক্যান্সার ইত্যাদি সমস্যা ফেস করে চলতে হয় তাদের। একটা মেয়ে একইসঙ্গে নার্স, হোম মেকার, বুয়া, চাকরিজীবী, মা, স্ত্রী, মেয়ে সর্বোপরি মানুষের ভূমিকায় যেভাবে কাজ করে, তার সঙ্গে একটা ছেলের

কাজের তুলনা করা যায় না...অবশ্যই আমি ছেলেদের কাজকে ছোট করছি না। কিন্তু এটাই বলছি যে ছেলেরা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অন্তত মেয়েদের তুলনায় কম চ্যালেঞ্জিং লাইফ লিড করে। ব্যতিক্রমও যে নেই, তা না।'

এত এত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে কখনো কখনো নারীরা যেন ক্লান্তি ও হতাশায় খেই হারিয়ে ফেলেন। সে কথাই যেন বলতে চাইলেন লামিয়া তাইফুর, 'এখন কর্মক্ষেত্র বা সংসার কোনোখানেই একটুও ছাড় দেয় না কেউ। ব্যতিক্রম থাকলেও তা খুব কম। এদিক দিয়ে ভাবলে মেয়েদের জীবন এখন অনেক কঠিন। মাঝে মাঝে মনে হয়, এত কষ্ট করে লেখাপড়া কেন যে করলাম!'

নারীর সাফল্যকে অনেক পুরুষই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তারা নিজেদের অবস্থান নিয়ে একটি মানসিক অনিশ্চয়তায় ভোগে। পুরুষ ভাবে, নারী বুঝি তার জায়গা দখল করে ফেলছে। তাই নারীর সাফল্যকে তারা বেশিরভাগ সময় খাটো করে দেখে নিজেকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে রাখতে চায়। অনেক সময় তারা মনে করে নারীরা তাদের সৌন্দর্য ব্যবহার করে কিংবা নারী বলে বিশেষ সুবিধা পেয়ে সহজে এ সাফল্য পেয়েছে। নারীর বিপুল অংশগ্রহণ, সাফল্য কি পুরুষকে তার অবস্থান নিয়ে চিন্তিত করে তোলে– এ প্রশ্নের উত্তরে আহমাদ রনি বলেন, 'হ্যাঁ, চিন্তিত করে তোলে। এর কারণ, হাজার বছর ধরে গড়া সাম্রাজ্য হারানোর ভয়।' একই মত জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহ-রিয়ার পাভেল। অন্যদিকে সদ্য স্নাতকোত্তর আশরাফুল ইসলাম দুর্জয় ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেন, 'নারীরা বিপুলভাবে তাদের সাফল্য কীভাবে দেখাল? কোটা ছাড়া কজন নারী সফল হয়েছে?' স্বরূপ কুমার বলেন, 'নারী যখন পুরুষের সঙ্গে একই পদ্ধতিতে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে নিজের স্থান করে নেয়, তখন পুরুষরা ঈর্ষান্বিত হয় না। কিন্তু যখন কোটার মাধ্যমে নারীরা সহজেই পুরুষকে ডিঙিয়ে সামনে চলে যায়, তখন তা পুরুষদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ সৃষ্টি করে।'

নারীদের একটি বড় অংশ এখনো অনগ্রসর। তাই কিছু ক্ষেত্রে কোটার কারণে নারীদের সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। অনগ্রসর নারীদের আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোটার প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে নারীদের শুধু কোটানির্ভর হয়ে থাকলেই চলবে না। তাকে হতে হবে আরো কঠিন, আরো শক্ত। অন্যের গলগ্রহ না হয়ে মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েই নিজের অবস্থান তৈরিতে নারীকে বেশি মনোযোগী হতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নারী তার শক্তি দেখিয়ে দিক। ■

বোনের পাশে দাঁড়াবে ভাই

সমাজ দায়িত্ব নেবে কবে?

● কেকা অধিকারী

মেয়েদের বেড়ে ওঠার সময় নানা নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়। পুরুষ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলো অনেক সময়ই অনেক মেয়ে গোপন করে যায়। লজ্জাজনক বিষয়গুলো সামনে আনতে চায় না। বরং কোনো একটা কৌশল বের করে যাতে পুনরায় তাকে সেই একই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে না যেতে হয়। যদি তারপরও তাকে বিপর্যস্ত হতে হয়, সে বিপন্ন বোধ করে তখন বাধ্য হয়েই নিকটজনদের কাছে তা প্রকাশ করে থাকে। প্রথমত মানসিক সান্ত্বনা সে পেতে চায়। দ্বিতীয়ত সে চায় সঙ্কটের একটা সামাজিক বিহিত হোক। সত্যি বলতে কি, বহু ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার জন্য নারীকেই দোষারোপ করা হয়।

আলোকপাত

ইভটিজিং নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। এর পরিণামস্বরূপ হত্যা বা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলেই কেবল প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। কিছু তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। তারপর সেই খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া। অনেকেরই ধারণা কেবল অবিবাহিত মেয়েরাই বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয়। আসলে বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রেও তেমন ঘটনা ঘটে। নারীর আবাসন যেখানেই হোক না কেন, গলি, পাড়া বা মহল্লায়– প্রয়োজনে তাকে তো রাস্তায় বেরোতেই হয়। বাসার কাছাকাছি একাকী নারী দলবদ্ধ বখাটের হাতে নানাভাবেই নাজেহাল হতে পারেন। বাজে মন্তব্যের কারণে তার মনে বিদ্বেষ এবং বিপন্নতাবোধের জন্ম হয়। যদি তা তিনি পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করেন তবে গোটা পরিবারের ভেতরেই সেই বোধ সংক্রমিত হতে পারে। পরিবারের কেউ একজন যদি তার প্রতিবাদ করেন তাহলে তিনিও টার্গেট হয়ে যান উচ্ছৃঙ্খল লোকেদের। প্রশ্ন হচ্ছে সমাজে প্রকাশ্য নোংরামির প্রতিবাদ কেবল পরিবার থেকেই হতে হবে কেন? সমাজে কি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দুর্ভিক্ষ লেগেছে! সেই সামাজিক ইতিবাচক শক্তি কি ঘুমন্ত? সামাজিক মানুষের এই গা বাঁচিয়ে জীবনযাপন এক নীতিহীন ভবিষ্যতের আশঙ্কাই সামনে তুলে ধরে।

যাহোক, অহরহ ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে অল্পবয়সী মেয়ে বা বিবাহিত নারী। তার প্রতিবাদও হচ্ছে। প্রতিবাদকারীকে তার মাশুলও দিতে হচ্ছে। এই হচ্ছে আজকের সমাজচিত্র। ঈদের ছুটির পর পত্রিকা হাতে নিয়ে থমকে গেছি। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করেই ডেইলি স্টার সেটি প্রথম পাতায় ছেপেছে। রাজধানীর ভাষানটেকের ঘটনা। বিবাহিত বোনটিকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করেছিল নাসির হোসেন (২৫)। এর জন্য চড়া মাশুল গুনতে হয়েছে তাকে। স্থানীয় সন্ত্রাসীরা তাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আইন করেও ইভটিজিং বন্ধ করা যাচ্ছে না। বখাটে তরুণদের কোনোভাবেই নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না। কিন্তু এ ধরনের প্রতিটি ঘটনার প্রতিবাদ ও প্রতিকার অত্যন্ত জরুরি। প্রতিবাদকারীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটলে সমাজে শয়তানরাই জয়ী হবে। সেখান থেকে সুস্থতা নির্বাসিত হবে। তাই এ ধরনের ঘটনাকে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। বখাটেদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান হলো প্রাথমিক কাজ। প্রতিটি জনপদেই সুস্থ মূল্যবোধসম্পন্ন সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। এজন্য পরিবারের যেমন দায় রয়েছে, তেমনি দায়িত্ব রয়েছে গণমাধ্যমেরও। তবে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে ভাষনটেকের ঘটনার পর প্রশাসনের আশ্চর্য তৎপরতা। প্রথম আলো লিখেছে, 'উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করার জেরে রাজধানীর ভাষানটেকের বাসিন্দা নাসির হোসেন (২৫) হত্যার শিকার হননি, এ বিষয়টি প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ। এ জন্য পুলিশ ভুক্তভোগীদের দিয়ে জোরপূর্বক একটি সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করিয়ে নিয়েছে। ঘটনার পর থেকে এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকা পুলিশ রোববার পর্যন্ত হত্যায় জড়িত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি।'

পুলিশের সঙ্গে আইন ভঙ্গকারীদের সখ্য থাকার কথা নয়। যদি তা হয়ে থাকে তবে নাগরিকদের জন্য তা অনেক বড় দুঃসংবাদ। ভাষানটেকের ঘটনাটি একটি দৃষ্টান্ত বটে। সারাদেশে এমন বহু ঘটনা ঘটছে, যার বড় অংশই গণমাধ্যম আমাদের গোচরে আনতে পারছে না। তাই যেটুকু তথ্য আমরা পাচ্ছি, তাতে কেবল নারীসমাজ নয়, সামগ্রিক সুশীল সমাজেরই শঙ্কিত হওয়ার কথা। কথা হলো– বোনের পাশে দাঁড়াবে ভাই, এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু সমাজ দায়িত্ব নেবে কবে? ■